

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

154850 - শাবানী বদীত

প্রশ্ন

দক্ষিণ এশিয়ার অনেকে মুসলমান শাবানী নামে যে অনুষ্ঠানগুলো পালন করে সেগুলো কী কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কোন কোন মুসলিম শাবান মাসের মধ্যবর্তী দিন (১৫তম দিন) উদযাপন করে থাকে। এই দিনে তারা রোযা রাখে, রাত্রে নামায আদায় করে। এ বিষয়ে হাদিস বর্ণিত আছে; কিন্তু সঠিক সহিহ নয়। এ কারণে আলমেগণ এই দিন উদযাপনকে বদীত হিসেবে গণ্য করছেন। শাতবী (রহঃ) বলেন: "সুতরাং বদীত হচ্ছে দ্বীনী বিষয়ে নব উদ্ভাবিত এমন এক পথ যা শরয়ী পথের প্রতীক; এ পথ অনুসরণে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের অতিরিক্ত...। এর মধ্যে রয়েছে নরিদ্বিষ্ট পদ্ধতি ও কাঠামোর অনুসরণ। যমেন— সম্মিলিতভাবে এক সুরে যকিরি করার পদ্ধতি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনকে ঈদ (উৎসব) হিসেবে উদযাপন করা ও এ ধরণে অন্যান্য উৎসব। এর মধ্যে রয়েছে নরিদ্বিষ্ট কিছু সময়ে নরিদ্বিষ্ট কিছু ইবাদত পালন করা; শরয়ীতে এমন কোন নরিদ্বিষ্টতার দলিল পাওয়া যায় না। যমেন— মধ্যবর্তী শাবানের দিনে রোযা রাখা ও রাত্রে নামায আদায় করা।"[আল-ইতিসাম (১/৩৭-৩৯) থেকে সমাপ্ত]

মুহাম্মদ আব্দুস সালাম আস-শুকাইরী বলেন: "ইমাম আল-ফাতনি 'তায়করীতুল মাওয়ুআত' গ্রন্থে বলেন: মধ্যবর্তী শাবানের রাত্রে হাজার রাকাত নামায পড়ার যে বদীত উদ্ভাবন করা হয়েছে; জামাতের সাথে সূরা ইখলাস দিয়ে একশ রাকাত দশ দশবার। তারা এ নামাযকে জুমার নামায ও ঈদের নামাযের চয়ে বর্শী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অথচ এর সপক্ষে কোন হাদিস বা আছর (সাহাবীর উক্তি) আসেনি। তবে 'আল-কুত'-এর গ্রন্থকার ও 'ইহইয়া'-এর গ্রন্থকার কথিবা অন্য কোন গ্রন্থকারের উল্লেখ করা দ্বারা বহিরাণ্ড হওয়া যাবে না। তাফসিরে ছালাবীতে এ রাতকে লাইলাতুল ক্বাদর হিসেবে উল্লেখ করার দ্বারাও বহিরাণ্ড হওয়া যাবে না।"[সমাপ্ত]

ইরাক্বী বলেন: "মধ্যবর্তী শাবানের হাদিস বাতিল। ইবনুল জাওয়যি ঐ হাদিসটি 'আল-মাওয়ুআত' (জাল হাদিসের সংকলন)-এ উল্লেখ করেছেন। মধ্যবর্তী শাবানের রাত্রে নামায ও দোয়া শীর্ষক অধ্যায়: "মধ্যবর্তী শাবানের রাত উপনীত হলে তোমরা

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

রাতের নামায পড়বে এবং দনির রোযা রাখবে।"[এ হাদিসটি ইবনে মাজাহ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাশিয়াকার বলেন: 'আল-যাওয়াদে' গ্রন্থে বলা হয়েছে এর সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী ইবনে আবু বুরা দুর্বল হওয়ার কারণে। তার ব্যাপারে আহমাদ ও ইবনে মায়ীন বলছেন সনদ হাদিস জাল করে।"[সমাপ্ত]

বপিদ মুসবিত দূর হওয়া, আয়ু দীর্ঘ হওয়া ও মানুষ থেকে অমুখাপক্শী হওয়ার নিয়তে মধ্যবর্তী শাবানে ৬ রাকাত নামায পড়া এবং নামাযের মাঝে মাঝে সূরা ইয়াসনি তলোওয়াত করা ও দোয়া করা নঃসন্দেহে দ্বীন ইসলামে অভিনব বিষয় এবং সাইয়্যদুল মুরসালনির আদর্শের বরখলোফ। আল-ইহইয়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেন: "উত্তরসূরী সূফীদরে গ্রন্থে এ নামাযের উল্লেখ মশহুর। কিন্তু এ নামাযের ও দোয়ার সম্বন্ধে আমি সুন্নাহতে কোন সহিহ দলিল দেখিনি; এটি সূফী শাইখদের আমল। আমাদের মাযহাবের আলমেগণ বলছেন: উল্লেখিত রাতগুলোর কোন একটিতে ইবাদত করার জন্য মসজিদে কথিবা অন্য কথোও একত্রিত হওয়া মাকরুহ।

আন-নাজম আল-গাইত্বি 'মধ্যবর্তী শাবানের রাতের জামাতের সাথে নামাযের পদ্ধতি'-এর ব্যাপারে বলেন: "হজায়েরে অধিকাংশ আলমে এটিকে অস্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন— আতা, ইবনে আবু মুলাইকা, মদনির ফকীহগণ, ইমাম মালকের ছাত্রগণ। তারা বলেন: এগুলো সব বদীত। এ নামায জামাতের সাথে আদায়ের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কথিবা তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে কোন কিছু সাব্যস্ত হয়নি। নবী বলেন: রজব ও শাবান মাসের নামায গরহতি ও নিন্দিত দু'টি বদীত।"[আস-সুনান ওয়াল মুবতাদাত (পৃষ্ঠা-১৪৪) থেকে সংকলিত]

আল-ফাতনি (রহঃ) তার উপরোল্লখিত বক্তব্যের পর বলেন: "এ নামাযের কারণে সাধারণ মানুষ মহা ফতিনাগ্রস্ত হয়েছে। এর কারণে অনবির্ষ হয়েছে ব্যাপক আগুন জ্বালানো, এর প্রক্ষেপিত গুনাহর কাজ ও হারাম কাজ অনবির্ষ হয়েছে; যা বর্ণনাতে। এমন কি আউলিয়াগণ এই নামাযের দনিক্ষণে ভূমি ধ্বংসের আযাবের ভয়ে নরিজন জায়গায় পালিয়ে যতেন। এ নামাযের বদীত সর্বপ্রথম চালু হয় ৪৪৮ হিজরীতে বায়তুল মুকাদ্দাসে। যায়দে বনি আসলাম বলেন: আমরা আমাদের শাইখ ও ফকীহদের মধ্যে এমন কাউকে পাইনি যিনি শবে বরাতের দিকে ভ্রুক্ষেপে করতেন, কথিবা অন্য রাতের উপর এ রাতকে মর্যাদা দতেন। ইবনে দহইয়্যা বলেন: শবে বরাতের হাদিসগুলো মাওযু (বানোয়াট)। একটি হাদিস মাকতু। যে ব্যক্তি এমন কোন হাদিসের উপর আমল করে যে হাদিসের ব্যাপারে সাব্যস্ত হয়েছে যে, এটি মথিযা সনদে ব্যক্তি শয়তানের খাদমে।"[আল-ফাতনির রচিত "তায়করিতুল মাওযুআত" পৃষ্ঠা-৪৫ থেকে সমাপ্ত]

আরও জানতে দেখুন: ইবনুল জাওয়ারি "আল-মাওযুআত" (২/১২৭), ইবনুল কাইয়্যমে এর "আল-মানার আল-মুনীফ ফসি সাহীহ ওয়ায যায়ীফ" (পৃষ্ঠা-৯৮), আস-শাওকানীর "আল-ফাওয়াদে আল-মাজমুআ" (পৃষ্ঠা-৫১)।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কিছু কিছু মানুষ শাবান মাসের শেষে দিনগুলোকে "শাবানী" আখ্যায়িত করে থাকেন। তারা বলেন: এ দিনগুলো খাওয়া-দাওয়াকে বদীয় জানানোর দিন। তাই রমযান মাস প্রবেশ করার পূর্বে এ দিনগুলোকে তারা খাওয়া-দাওয়ার সুযোগ হিসেবে গণ্য করেন। আর কিছু কিছু ভাবাবদি উল্লেখ করছেন যে, এটি খ্রিস্টানদের থেকে গৃহীত। কারণ খ্রিস্টানরা তাদের "উপবাস" পালন কাছাকাছি আসলে এমনটি করত।

সারকথা হল: শাবান মাসে উদযাপন করে কিছু নাই। শাবান মাসের মধ্যবর্তীতে কথিবা শেষদিকে বিশেষ কোন ইবাদত নাই। এ ধরণে কিছু করা বদীত ও গরহতি কাজ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।